মেহেরপুরে ওএমএসে চাল-আটা বিক্রি; রাতভর লাইনে থেকেও ফিরে যাচ্ছেন অনেকে

পৌর এলাকার ৯টি ডিলারের বিক্রয় কেন্দ্র চত্বরে রাত ১০টা থেকে পরের দিনের ওএমএসের চাল আটা নিতে দুস্থ পরিবারের নারী পুরুষ লাইনে দাঁড়ায়। মেহেরপুর পৌরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডের ওএমএস ডিলার নীলমনি হল সড়কের আক্তারুজ্জামান সুমন। রোববার রাত ৩টায় সুমনের বিক্রয় কেন্দ্রের সামনে রোববার রাত ৩টায় অর্ধশত নারীকে শীতে জবু থবু হয়ে খোলা আকাশের নিচে অবস্থান করতে দেখা যায়। তাদের অবস্থানের দৃশ্যধারণ করলে দু‘জন মহিলা তেড়ে আসে ছবি তোলার প্রতিবাদ জানিয়ে।

এসময় আমার পক্ষ নিয়ে ওই মহিলাদের রুখে দিয়ে এক যুবতী বলেন- ‘মশার কামড় খেয়ে শীতে সারারাত বসে থাকছি লাইনের চাল কিনতে। তাতে আমাদের মান সম্মান যাচ্ছেনা। সাংবাদিকদের কাজ সাংবাদিকরা করুক। সাংবাদিকরাতো জেগে থাকে আমাদের জন্যই’। সাথে সাথে থেমে গেল দৃশ্য ধারণের প্রতিবাদ। মনে মনে কুর্ণিশ জানালাম ওই সাহসি যুবতীকে।

ওএমএসের চাল-আটা পেতে ভোক্তারা মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গি আক্রান্ত হবার আশংকা উপেক্ষা করে সারারাত ডিলারের পয়েন্টে অবস্থান করেও চাল আটা পাচ্ছেনা। খালি হাতেই ফিরে যাচ্ছেন অনেক নারী পুরুষ। অনেকে সারারাত খোলা আকাশের নিচে অবস্থান করায় ঠান্ডজনিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। রেশনিং কার্ড পদ্ধতিতে জেলার প্রতিটি মানুষের জন্য ক, খ ও গ শেণিতে কার্ডের মাধ্যমে ওএমএস চাল আটা দেবার বাদি সব শ্রেণির মানুষের।
দ্রব্যমূল্য ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাওয়া এ অবস্থায় সবচেয়ে বেশি কষ্টে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। নিম্ন ও নিম্ন-মধ্যবিত্তের মানুষেরা সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন। আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের হিসাব মিলছে না কিছুতেই। মানুষের কষ্ট কিছুটা লাঘব হয় সেজন্য সরকার খাদ্য অধিদপ্তরের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় ওএমএসের বিক্রয়কেন্দ্রের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মাঝে সুলভ মূল্যে চাল ও আটা বিক্রি করছে। সপ্তাহের রোববার থেকে বৃহস্পতিবার এই পাঁচদিন ওএমএস ডিলার পয়েন্টে সুলভ মূল্যে চাল আটা বিক্রি করা হয়। তবে তা চাহিদার

সম্ভ্রান্ত মানুষ বলে জানান।
বাজারে নিত্যপণ্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে সাধারণ মানুষ একটু কম দামে সরকারের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি থেকে চাল ও আটা কিনছিলেন। সাধারণ মানুষের কম দামে আটা কেনার সেই সুযোগও এখন সংকুচিত হয়ে আসছে। কারণ, ওএমএসের আটার দাম কেজিতে ৬ টাকা বাড়ানো হয়েছে।

লাইনে থেকেও চাল না পাওয়া এক রিকশাচালক জানান, শুধু শহরের নয়, গ্রাম থেকেও এখানে ওএমএসের চাল-আটা নিতে আসছে মানুষ। বিশেষ করে গত এক মাস থেকে নতুন নতুন মুখ আসছে। এখন গ্রাম পর্যায়েও খোলাবাজারে চাল-আটা বিক্রি করা দরকার।

সরকারের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন- শুধু নিম্ন আয়ের নয় মধ্যম ও উচ্চ মধ্যম শ্রেনির মানুষেরও ক্রয় ক্ষমতা কমেছে। এজন্য ক, খ ও গ শ্রেনির কার্ডের মাধ্যমে রেশনিং পদ্ধতিতে চাল, ডাল, আটা, চিনি দেয়া উচিৎ। এই কর্মকর্তা আরও বলেছেন- অনেক পরিবারে অভাব থাকলেও তারা লাইনে দাঁড়িয়ে ওএমএস সুবিধা নিতে পারছে না।

জানতে চাইলে ২ নম্বর ওয়ার্ডের ডিলার শামীম জাহাঙ্গীর সেন্টু জানান- ‘আমরা ২০০ জনকে দিতে পারি, কিন্তু মানুষ আসেন তিন শর বেশি। সরকারিভাবে যে চাল বরাদ্ধ পাওয়া যায় ৫ কেজি করে ১১১ জনকে দেয়া যায়। আটার চাহিদা বেশী থাকার কারনে ৫ কেজির স্থলে ৩ কেজি করে ১৮৫ জনের কাছে বিক্রি করা হয়। এক মাস ধরে অনেক নতুন মুখের মানুষ আসছেন, যারা কখনও চালের জন্য শহরে আসেননি। এই কারণেই অনেকেই লাইনে দাঁড়িয়েও চাল আটা পাচ্ছেনা।’

গাংনীতে যাত্রী ছাউনি ওএমএস ডিলারের দখলে

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা হাসপাতাল বাজারে জেলা পরিষদের নির্মিত যাত্রী ছাউনি দখল করে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে ওএমএস এর এক ডিলার। আন্ত ও দুরপাল্লার বাসের যাত্রী ও পথচারীদের অবস্থানের জন্য যাত্রী ছাউনিটি নির্মাণ করে মেহেরপুর জেলা পরিষদ।

সেখানে বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে ওএমএস ডিলার পণ্য বিক্রিতে আন্ত ও দুরপাল্লার পথের যাত্রীরা অবস্থানের সুযোগ বঞ্চিত হচ্ছেন। ঝড় বৃষ্টির মধ্যে সেখানে যাত্রীরা অবস্থান করতে না পেরে আশপাশে খোলা আকাশের নিচে অবস্থান করতে বাধ্য হচ্ছে। যাত্রী ছাউনির আশপাশের দোকানদাররা জানান- হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে অনেক রোগি বাসের জন্য অপেক্ষা করে এই ছাউনিতে। রোগিদের এখন বাইরে অবস্থান করতে হচ্ছে।

যাত্রী ছাউনির পাশের এক ব্যবসায়ী নাম প্রকাশে অনিচ্ছা প্রকাশ করে জানান- তপ্ত রোদের মধ্যে যাত্রীরা খোলা আকাশের নিচে অবস্থান করে বাসের জন্য। পথচারীরাও বিশ্রাম নেন এই যাত্রী ছাউনিতে। তিনি আরও জানান, রবীউল ইসলাম একজন প্রভাবশালী মানুষ। তার বিরুদ্ধে কেউ কথা বলার সাহস করেনা। পাবনাগামি বাসের জন্য গাংনীর হিতিমপাড়ার রহমত আলী শিশু সন্তান ও পরিবারের লোকজনসহ আসবাবপত্র নিয়ে যাত্রী ছাউনির পাশে অবস্থান করছিলেন। জানতে চাইলে তিনি বলেন- উপজেলা পরিষদের সামনে এভাবে দখল করে পন্য বিক্রি কী প্রশাসন দেখতে পান। ডিলার প্রভাবশালী হবার কারণেই

উপজেলা প্রশাসন কোন ব্যবস্থা নেন না। দখলদার ওএমএস ডিলার রবীউল ইসলাম জানান- সরকারি পণ্য সরকারি জায়গায় বিক্রি করা হচ্ছে জনসাধারণের কাছে । ব্যক্তিগতভাবেতো সুবিধা ভোগ করছিনা। এটাকে দখল বলা যাবে না।

গাংনীতে ওএমএসের চাউল বিক্রি শুরু

গাংনীতে ওএমএস কার্যক্রম সম্প্রসারণের অধীনে ৩০ টাকা কেজি দরে জনপ্রতি ৫ কেজি করে প্রতিদিন ৬ টন (১২ হাজার কেজি) চাউল বিক্রি করা হবে।

গাংনী পৌর এলাকায় তিন জন ডিলার ওএমএস এর মাধ্যমে সরকার নির্ধারিত ৩০ টাকা কেজি দরে এই চাল বিক্রি করবেন

গাংনী উপজেলা ও গাংনী খাদ্য অফিসের উদ্যোগে পৌর এলাকার তিনটি ওএমএস কর্মসূচীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এমএ খালেক।

গাংনী উপজেলা খাদ্য অফিসের উপ-খাদ্য পরিদর্শক ফাহিম ফয়সালের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাংগাঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান মাষ্টার।

এসময় গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নজমুল আলমসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য গাংনী পৌর এলাকায় ৩টি ডিলারের মাধ্যমে ওএমএস র মাধ্যমে প্রতিদিন ৬ হাজার কেজি চাল বিক্রি করা হবে।

মেহেরপুরে ওএমএসের চাল-আটা বিক্রি শুরু

নিম্ন আয়ের মানুষকে স্বস্তি দিতে আজ থেকে মেহেরপুরে চাল ও আটা খোলা বাজারে বিক্রি কার্যক্রম (ওএমএস) শুরু হয়েছে।

ওএমএসের আওতায় সরকার ৩০ টাকা কেজি দরে চাল ও ১৮ টাকা কেজি দরে আটা বিক্রি করবে।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে মেহেরপুর জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সের মিলনায়তনে ওএমএস কার্যক্রম সম্প্রসারণের উদ্বোধন করেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মৃধা মোহাম্মদ মোজাহিদুল ইসলাম,অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোঃ নামজুল হুদা,সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ ওবায়দুল্লাহ,জেলা

ভারপ্রাপ্ত খাদ্য কর্মকর্তা মোঃ মনিরুজ্জামান প্রমুখ।

মেহেরপুর জেলায় ১২ জন ডিলারের মাধ্যমে ১৬ টন চাল বিক্রি করা হবে। প্রতিদিন ৩০ টাকা কেজি দরে জনপ্রতি ৫ কেজি করে চাল ও ১৮ টাকা কেজি দরে ৫ কেজি আটা ক্রয় করতে পারবে।